চিকিৎসার নামে প্রতারণা বন্ধ হোক

চিকিৎসা মানুষের জীবনের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত একটি বিষয়। একজন অসুস্থ মানুষ যখন চিকিৎসকের কাছে যান, তখন তিনি শুধু ওষুধ নয়, নিরাপত্তা ও আস্থাও প্রত্যাশা করেন।

গতকাল শনিবার মেহেরপুর প্রতিদিনে প্রকাশিত সংবাদে মেহেরপুরে গ্রাম্য চিকিৎসকের হাতে এক বৃদ্ধার যে পরিণতির অভিযোগ উঠেছে, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। কোমরের ব্যথা নিয়ে চিকিৎসা নিতে গিয়ে ৭০ বছর বয়সী বানোয়ারা খাতুনের দুই হাতে তীব্র ব্যথা, ফোসকা ও পচন ধরেছে। পরিবারের দাবি, ওই চিকিৎসকের দেওয়া দুটি ইনজেকশনের পরই এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। চিকিৎসার পেছনে ইতিমধ্যে দুই লাখ টাকার বেশি খরচ হলেও এখন অর্থের অভাবে চিকিৎসা বন্ধ। হাত হারানোর আশঙ্কাও করছেন স্বজনেরা।

ঘটনাটি নিছক একজন রোগীর দুর্ভোগ হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। কারণ, একই ব্যক্তির বিরুদ্ধে আরও রোগী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো, একজন গ্রাম্য চিকিৎসকের চেম্বারে বিপুল পরিমাণ অ্যান্টিবায়োটিক ও স্টেরয়েড ইনজেকশন মজুত থাকার অভিযোগ। অথচ স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তাদের বক্তব্য অনুযায়ী, গ্রাম্য চিকিৎসকদের এসব ঝুঁকিপূর্ণ ওষুধ ও ইনজেকশন ব্যবহারের অনুমতি নেই।

তাহলে প্রশ্ন হলো—এত দিন ধরে এসব কীভাবে চলল? কে বা কারা বিষয়টি দেখভাল করেছে? স্থানীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবার নামে এমন কার্যক্রম চলতে থাকলে সাধারণ মানুষ কোথায় নিরাপদ চিকিৎসা পাবে?

আরও উদ্বেগের বিষয়, অভিযোগ জানাতে গেলে রোগীকে গুরুত্ব না দেওয়া এবং গণমাধ্যমকর্মীদের ভয়ভীতি দেখানোর অভিযোগও উঠেছে। কোনো চিকিৎসাসেবাদানকারী ব্যক্তি বা তার সহযোগীরা যদি সংবাদ প্রকাশ ঠেকাতে হুমকি দেন, তাহলে সেটি শুধু সাংবাদিকতার ওপর চাপ নয়; এটি জনস্বার্থের বিরুদ্ধেও অবস্থান।

বানোয়ারা খাতুনের ঘটনায় অভিযোগ সত্য কি না, তা তদন্তের মাধ্যমেই নিশ্চিত হতে হবে। তবে অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় স্বাস্থ্য বিভাগকে দ্রুত নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে। চিকিৎসকের

যোগ্যতা, প্রশিক্ষণ, ইনজেকশন ব্যবহারের বৈধতা এবং চেম্বারে মজুত ওষুধ—সবকিছুই খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। অভিযোগ প্রমাণিত হলে আইনের আওতায় কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

একই সঙ্গে বানোয়ারা খাতুনের সুচিকিৎসার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নিতে হবে। চিকিৎসার নামে কেউ যেন অসহায় মানুষের জীবন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে না পারে, সেটি নিশ্চিত করা জরুরি।

গ্রামবাংলায় প্রাথমিক চিকিৎসায় গ্রাম্য চিকিৎসকদের একটি বাস্তব ভূমিকা থাকলেও সেই ভূমিকার সীমা অতিক্রম করার সুযোগ নেই।

বিশেষ করে স্টেরয়েড ও অ্যান্টিবায়োটিকের মতো ওষুধের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার ভয়াবহ স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করতে পারে। তাই শুধু একজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলেই হবে না; মেহেরপুরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনুমোদনহীন চিকিৎসা ও ঝুঁকিপূর্ণ ইনজেকশন ব্যবহারের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান ও নজরদারি চালাতে হবে।

মানুষের অসহায়ত্বকে পুঁজি করে চিকিৎসার নামে ব্যবসা চলতে পারে না। বানোয়ারা খাতুনের দুই হাত যেন আমাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থার অবহেলার প্রতীক না হয়ে ওঠে, এটাই প্রত্যাশা।

ভাঙা সড়ক, ভোগান্তির শেষ কোথায়?

একটি সড়ক শুধু ইট-পাথরের নির্মাণ নয়; এটি মানুষের জীবন, জীবিকা, শিক্ষা, চিকিৎসা ও অর্থনীতির সঙ্গে সরাসরি জড়িত। গাংনী উপজেলার ভবানীপুর-বেতবাড়ীয়া সড়ক চার দিন ধরে ভেঙে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকলেও এখনো কার্যকর মেরামতের উদ্যোগ না নেওয়া অত্যন্ত উদ্বেগজনক। স্থানীয় মানুষের প্রতিদিনের দুর্ভোগ যেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরেই পড়ছে না।

এই সড়ক দিয়ে প্রতিদিন কৃষক তাদের উৎপাদিত ফসল বাজারে নিয়ে যান, শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়-কলেজে যাতায়াত করে এবং রোগীরা জরুরি

চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পৌঁছানোর চেষ্টা করেন। সড়কটি অচল হয়ে পড়ায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

বর্ষা মৌসুমে এমন পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। একটি অ্যাম্বুলেন্স বা অগ্নিনির্বাপণ যান যদি জরুরি মুহূর্তে ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে না পারে, তার দায় কে নেবে?

প্রাকৃতিক দুর্যোগে সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ক্ষতির পর দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়াই একটি দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানের পরিচয়। চার দিন পেরিয়ে গেলেও স্থায়ী সমাধানের পরিবর্তে যদি শুধু আশ্বাসই দেওয়া হয়, তবে জনগণের আস্থা কমে যাওয়াই স্বাভাবিক।

স্থানীয় প্রশাসন, সড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্তৃপক্ষ এবং জনপ্রতিনিধিদের সমন্বিত উদ্যোগে অবিলম্বে সড়কটি চলাচলের উপযোগী করতে হবে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে যাতে একই স্থানে বারবার ভাঙন না ঘটে, সে জন্য টেকসই প্রকৌশলগত ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি।

জনগণের করের অর্থে নির্মিত অবকাঠামোর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

জনদুর্ভোগ কোনো পরিসংখ্যান নয়; এটি মানুষের প্রতিদিনের বাস্তবতা। তাই ভবানীপুর-বেতবাড়ীয়া সড়কের দ্রুত সংস্কার এখন আর কেবল উন্নয়নের দাবি নয়, এটি মানুষের মৌলিক চলাচলের অধিকার নিশ্চিত করার প্রশ্ন।

শিক্ষাঙ্গনে দুর্নীতি: বিশ্বাসের সংকট ও জবাবদিহিতার প্রশ্ন

মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় — এই জেলার নারী শিক্ষার অন্যতম প্রধান বিদ্যাপীঠ। দশকের পর দশক ধরে এই প্রতিষ্ঠান হাজারো মেয়ের স্বপ্ন লালন করে এসেছে। অথচ সম্প্রতি এই

বিদ্যালয়েরই প্রধান শিক্ষক আব্দুল লতিফের বিরুদ্ধে সীমাহীন দুর্নীতির যে অভিযোগ উঠেছে, তা কেবল একটি প্রতিষ্ঠানের অবমাননা নয় — এটি পুরো শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি অবিশ্বাসের বীজ বপন করে।

একটি সরকারি বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক চেইন অব কমান্ড ভেঙে পড়া মানে শুধু দাপ্তরিক বিশৃঙ্খলা নয়। এর অর্থ হলো শিক্ষার্থীরা এমন একটি পরিবেশে বেড়ে উঠছে যেখানে দায়িত্বশীলতার কোনো নজির নেই, যেখানে ক্ষমতার অপব্যবহার স্বাভাবিক বলে মনে হয়। একজন প্রধান শিক্ষকের আচরণ কেবল ব্যবস্থাপনার বিষয় নয় — তিনি শিক্ষার্থীদের চোখে একটি আদর্শের প্রতীক। সেই প্রতীক যখন দুর্নীতিতে কলুষিত হয়, তখন ক্ষতি হয় অনেক গভীরে।

প্রশ্ন উঠছে — এই অনিয়ম কি হঠাৎ করে শুরু হয়েছে, নাকি দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে? এবং যদি দীর্ঘদিন ধরেই চলে, তাহলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোথায় ছিলেন? নিয়মিত পরিদর্শন, অডিট এবং তদারকির যে কাঠামো রয়েছে, তা কি আদৌ কার্যকর? নাকি কাগজে-কলমে থাকা সেই তদারকি ব্যবস্থা শুধু আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়েছে?

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দুর্নীতির সরাসরি শিকার হয় শিক্ষার্থীরা। উন্নয়ন তহবিল আত্মসাৎ হলে পরিকাঠামো নির্মাণ হয় না, বই ও উপকরণ কেনার অর্থ অন্যত্র চলে যায়, মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি বা সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। এসব ক্ষতি অদৃশ্য হলেও দীর্ঘমেয়াদী এবং সুদূরপ্রসারী।

অভিযোগ উঠলেই তদন্ত শুরু হওয়া উচিত — দ্রুত, নিরপেক্ষ এবং স্বচ্ছভাবে। দোষী প্রমাণিত হলে শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে কেউ এই পথে পা বাড়াতে না পারে। একই সঙ্গে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়মিত এবং অঘোষিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

নারী শিক্ষার এই বিদ্যাপীঠকে দুর্নীতির অন্ধকার থেকে মুক্ত করে আলোয় ফিরিয়ে আনাটা এখন সময়ের দাবি। কেননা, শিক্ষাঙ্গনে আস্থা টিকিয়ে রাখাই একটি সুস্থ সমাজের ভিত্তি।

সম্পাদকীয়-সীমান্ত আগ্রাসন ও পুশ-ইন

সাম্প্রতিক সময়ে দেশের সীমান্ত পরিস্থিতি গভীর উদ্বেগ ও সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন গণমাধ্যম ও সীমান্ত অঞ্চলের সরেজমিন প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এক আশঙ্কাজনক চিত্র।

ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) কর্তৃক বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবৈধভাবে মানব পুশ-ইন বা জোরপূর্বক মানুষ ঠেলে দেওয়ার অপচেষ্টা আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

রাতের অন্ধকারে কিংবা সীমান্ত এলাকার ঝোপঝাড়ের আড়াল নিয়ে বিএসএফ নির্বিচারে মানুষকে বাংলাদেশের সীমানায় ঠেলে দেওয়ার জঘন্য খেলায় মেতে উঠেছে।

যদিও দেশের সীমান্ত সুরক্ষায় নিয়োজিত বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) স্থানীয় জনগণকে সাথে নিয়ে দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা নির্ঘুম পাহারার মাধ্যমে এই পুশ-ইনের বহু চেষ্টা সফলভাবে নস্যাৎ করে দিচ্ছে, তবুও এই আগ্রাসী প্রবণতা থামেনি।

বিএসএফের এই পুশ-ইন প্রক্রিয়া কেবল কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এটি স্পষ্টত আন্তর্জাতিক আইন, দ্বিপাক্ষিক চুক্তি এবং জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদের চরম লঙ্ঘন।

প্রতিবেশি একটি বৃহৎ রাষ্ট্র যখন তার অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক এজেন্ডা বা সংকটের দায় অন্য একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের ওপর চাপাতে চায়, তখন তা দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের ওপর বড় ধরনের আঘাত হানে।

প্রতিবেদনগুলোতে দেখা যাচ্ছে, পুশ-ইনের পাশাপাশি সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের নির্বিচারে গুলি ও হত্যা করার মতো বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডও সমানতালে চলছে।

মুখে ‘বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের’ বুলি আউড়ে সীমান্তে এমন অমানবিক ও আগ্রাসী আচরণ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। নো-ম্যানস ল্যান্ডে মানুষকে আটকে রেখে যে মানবিক সংকট তৈরি করা হচ্ছে, তা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়েরও দৃষ্টি আকর্ষণের দাবি রাখে।

এই সংকটের মুখে বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের অবস্থান এবং পররাষ্ট্র নীতি নিয়ে জনমনে নানা প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে। সীমান্ত হত্যা ও পুশ-ইনের মতো ঘটনায় কেবল নামমাত্র উদ্বেগ প্রকাশ বা কূটনৈতিক চিঠি চালাচালিই যথেষ্ট নয়।

বর্তমান বাস্তবতায় প্রয়োজন এক দূরদর্শী, দৃঢ় এবং সমমর্যাদার পররাষ্ট্র নীতি। বাংলাদেশ কোনো রাষ্ট্রের সাথে বৈরিতা চায় না, আমাদের নীতি সর্বদাই সৌহার্দ্যপূর্ণ।

তবে সেই বন্ধুত্ব হতে হবে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, মাথা নিচু করে কিংবা কোনো প্রকার কুর্নিশ করে নয়। জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে কোনো ধরনের শিথিলতা দেখানোর সুযোগ নেই।

সীমান্তের এই আগ্রাসন রুখতে বিজিবি ও স্থানীয় জনগণের দেশপ্রেমী প্রতিরোধ অত্যন্ত প্রশংসনীয়, তবে একে স্থায়ী রূপ দিতে হলে শক্তিশালী রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক পদক্ষেপের বিকল্প নেই। সরকারকে অনতিবিলম্বে দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক ফোরামে ভারতের এই পুশ-ইন ও সীমান্ত হত্যার বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ তুলতে হবে।

সীমান্ত সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে প্রশাসনকে আরও কঠোর ও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। দেশের স্বাধীনতা ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্য জাতিকে দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।

সম্পাদকীয় ।। জাল সনদে বেতন নেওয়া শিক্ষকদের শাস্তির আওতায় আনতে হবে

শিক্ষা জাতীর মেরুদণ্ড, একটি জাতির ভিত্তি বলা হয়। শিক্ষকদের নৈতিকতা, সততা ও আদর্শই শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ গঠনের মূলে থাকে।

সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মেহেরপুর সদর উপজেলার বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক

এই ঘটনার দ্রুত, নিরপেক্ষ ও কঠোর তদন্ত হওয়া জরুরি। কেবল অতিরিক্ত টাকা ফেরত আদায়ে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না; বরং এমন উদাহরণ তৈরি করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে কোনো শিক্ষক বা প্রশাসনিক ব্যক্তি জাল সনদ বা প্রতারণার আশ্রয় নেওয়ার সাহস না পায়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নৈতিকতার চর্চার জায়গা। এখানে ভুয়া সনদ, বেতন জালিয়াতি এবং কর্তৃপক্ষের গাফিলতি—সব মিলিয়ে যে অস্থির চিত্র ফুটে উঠেছে, তা এখনই সংশোধন না হলে দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম।

গাংনীর বিএনপিতে অভ্যন্তরিণ দ্বন্দ্ব জনস্বার্থকে ছাপিয়ে যায়

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে আসন্ন সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি একটি গভীর সংকটের প্রতিচ্ছবি ।

দলীয় প্রার্থীর নাম ঘোষণার পর থেকেই গাংনীর রাজনৈতিক অঙ্গনে যে পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি চলমান, তা কেবল স্থানীয় উত্তেজনা বাড়াচ্ছে না, বরং বৃহত্তর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথেও বড় বাধা সৃষ্টি করছে। একদিকে মনোনীত প্রার্থীর ধানের শীষের জন্য ভোট প্রার্থনা, অন্যদিকে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে বিক্ষোভ—এই দুই বিপরীতমুখী স্রোত বিএনপির দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য এবং সংহতির ওপর একটি কঠিন প্রশ্নচিহ্ন এঁকে দিয়েছে।

রাজনৈতিক দলগুলিতে মনোনয়নকে কেন্দ্র করে অসন্তোষ নতুন নয়। তবে গাংনীর ঘটনা কেবল সাধারণ ক্ষোভের প্রকাশ নয়; এটি একটি সুসংগঠিত বিদ্রোহ। দলীয় হাইকমান্ড সাবেক এমপি আমজাদ হোসেনকে মনোনীত করার পরও, জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের অনুসারীরা কঠোর অবস্থানে রয়েছেন। তাঁদের বিক্ষোভ মিছিল এবং মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবি স্পষ্ট করে যে স্থানীয় নেতৃত্বে আস্থার ঘাটতি

রয়েছে, যা দলের তৃণমূলের ভিত্তিকে দুর্বল করে দিচ্ছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনের ঠিক আগে এই ধরনের বিভেদ জনমনে ভুল বার্তা দিচ্ছে এবং দলের মূল আদর্শ থেকে মনোযোগ সরিয়ে দেয়।

দেখা যাচ্ছে, আমজাদ হোসেন তার নির্বাচনী প্রচারে দলের ঘোষিত ‘৩১ দফা কর্মসূচি’ এবং তারেক রহমানের বার্তা নিয়ে ভোটারদের দুয়ারে যাচ্ছেন। এটি নিঃসন্দেহে দলের একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। কিন্তু যখন একই সময়ে দলের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে রাস্তায় বিক্ষোভ করে, তখন সেই ইতিবাচক প্রচেষ্টা ম্লান হয়ে যায়।

গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের মতো একটি মহৎ উদ্দেশ্য সফল করতে হলে প্রয়োজন ইস্পাত-কঠিন সংহতি। একটি শক্তিশালী জনমত গড়ে তোলার কথা ছিল, কিন্তু অভ্যন্তরীণ কোন্দল সেই মূল্যবান সময় এবং সুযোগের অপচয় করছে। সাধারণ ভোটারদের মনে এই প্রশ্ন জাগাচ্ছে যে, যে দল নিজেদের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখতে পারে না, তারা কীভাবে দেশের শাসনভার গ্রহণ করবে?

বিএনপি হাইকমান্ডের উচিত এই অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে হালকাভাবে না নিয়ে দ্রুত এর সমাধান করা। হয় মনোনীত প্রার্থীকে সব পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে, অথবা বিচক্ষণতার সঙ্গে এমন একটি সমাধান খুঁজতে হবে যা উভয় পক্ষের নেতৃত্বকে সন্তুষ্ট করে এবং সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে নির্বাচনী মাঠে নামতে সাহায্য করে। দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বকে স্মরণ রাখতে হবে যে, ব্যক্তির চেয়ে দল বড়, এবং দলের চেয়ে দেশের বৃহত্তর স্বার্থ সবার আগে।

গাংনীর চলমান পরিস্থিতি মেহেরপুর-২ আসনে বিএনপির নির্বাচনী সম্ভাবনাকে ঝুঁকিতে ফেলছে। ধানের শীষের পক্ষে যে গণজোয়ারের প্রত্যাশা করা হচ্ছে, তা কেবল তখনই সম্ভব যখন দল তার ভেতরের বিভেদ মিটিয়ে একটি একক ও শক্তিশালী ফ্রন্ট হিসেবে কাজ করবে। যদি এই দোটানা অব্যাহত থাকে, তবে তা শুধু একটি আসনের পরাজয় নয়, বরং বৃহত্তর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথেও একটি গভীর ক্ষত তৈরি করবে। সংহতি ফিরিয়ে আনাই এখন গাংনী বিএনপির জন্য একমাত্র অগ্নিপরীক্ষা।

[redacted]

[redacted]

কপি জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া ছিল। কিন্তু গত শনিবার ১৮ জুন পর্যন্ত সেটা দেইনি তারা। এর পরেও তারা গতকাল পর্যন্ত প্যানেল চেয়ারম্যান গঠনের কোন রেজুলেশন দিয়েছেন কীনা তা মেহেরপুর প্রতিদিনকেও নিশ্চিত করা হয়নি।

এমতাবস্থায়, জনগণের কাঙ্খিত সেবা যাতে বিঘ্ন না ঘটে সেদিকে স্থানীয় সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকেই দেখতে হবে। আশা করবো দ্রুত সময়ের মধ্যে ওই ইউনিয়ন গুলোতে প্যানেল চেয়ারম্যান গঠনের জন্য সংশ্লিষ্টরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

বন্যার্তদের সহযোগীতায় সকলকে এগিয়ে আসতে হবে

ভারতের মেঘালয় ও আসামে ক্রমাগত বৃষ্টির কারণে বাংলাদেশে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়ে ইতোমধ্যে সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, রংপুর ও কড়িগ্রাম জেলা বন্যায় প্লাবিত হয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় ৩৫ লাখ মানুষ বন্যায় আক্রান্ত হয়েছে বলে ধারণা সংশ্লিষ্টদের।

সিলেটের সাথে সারাদেশে সকল ধরণের যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ রয়েছে। আকাশপথ, রেলপথ, সবশেষে সড়ক পথের যোগাযোগও। নিরাপত্তাজনিত কারণে বিদ্যুৎ ব্যবস্থাও বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। মোবাইল নেটওয়ার্কও বন্ধের পথে। সিলেট বিভাগের ৮০ ভাগ এখন পানির নিচে। এক করুণ অবস্থায় সিলেট বিভাগের মানুষ।

সিলেট, সুনামগঞ্জসহ কয়েকটি এলাকায় বন্যার কারণে সারা দেশে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস ও পরীক্ষা আগামী ২৫ জুন পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ।

উজান থেকে নেমে আসা পানিতে চলতি মৌসুমের তৃতীয় দফা বন্যা দেখা দিয়েছে সিলেট অঞ্চলে। এর আগে গত এপ্রিলে সিলেটের নিম্নাঞ্চলে অসময়ে বন্যা দেখা দেয়। এরপর মে মাসের মাঝামাঝিতে সিলেটে ১৮ বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা হয়।

প্রতিবছরই বন্যা আসে প্রাকৃতিক নিয়মে। কিন্তু দেশের নদ-নদীগুলোর এখন যে অবস্থা, তাতে অতিরিক্ত পানি প্রবাহিত হয়ে সাগরে যেতে পারছে না। বেশির ভাগ নদী ভরাট হয়ে গেছে। গভীরতা হ্রাস পাওয়ায় পানি ধরে রাখার ক্ষমতা হারিয়েছে অনেক নদী। সে কারণে যতই দিন যাচ্ছে বন্যার স্থায়িত্ব ও ভয়াবহতা বাড়ছে।

সরকারি, বেসরকারি, এনজিও, বিভিন্ন সংগঠন বন্যার্তদের সহযোগীতায় যে যার মত এগিয়ে এসেছে। স্মরণকালের ভয়াবহ এ বন্যা মোকাবেলায় এসকল ত্রাণ সামগ্রী খুবই অপ্রতুল। বন্যা নিয়ন্ত্রণে এখনই স্থায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। তবে আপাতত দাঁড়াতে হবে বন্যাদুর্গত মানুষের পাশে। পর্যাপ্ত ত্রাণের ব্যবস্থা করতে হবে। দেশের সব প্রান্ত থেকে যার যার সাধ্যমত বন্যার্তদের পাশে দাড়াতে হবে। বন্যাকবলিত এলাকায় পানিবাহিত রোগ যাতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে সে জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধসহ মেডিক্যাল টিম পাঠাতে হবে।

মুুক্তিযোদ্ধা যাচাই বাছাই থেকে জামুকার তালিকা বহির্ভূত আবেদনকারীদের বাতিল করা হোক

জীবন বাজি রেখে যে সকল বীর সন্তানরা মুক্তিযুদ্ধ করেছেন, যাদের আত্মত্যাগের কারণে আমরা একটি স্বাধীন ভূখণ্ড পেয়েছি। বিশ্বে বাংলাদেশ নামের একটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। তারাই জাতির শেষ্ঠ্র সন্তান।

মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে কথা বলে যতটুকু জানা যায়, মুক্তিযুদ্ধে যারা অস্ত্র হাতে নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন, তারা কখনোই সনদ কিংবা সরকারি কোন সুবিধা পাওয়ার জন্য যুদ্ধ করেছিলেন না। দেশে পরাধীনতার শৃঙ্খলা থেকে মুক্ত করতেই তারা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

আজ স্বাধীনতার ৫০ বছর পেরিয়ে যখন দেশদ্রেীহী, রাজাকার, রাজাকারের সন্তানরা মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার জন্য আবেদন করেন তখন প্রকৃত

মুক্তিযোদ্ধারা তা মেনে নিতে পারেন না। তা নিরসন করার জন্য যখন তারা দাবি তোলে, তাদের সেই আর্তনাদ নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কোনও মাথাব্যাথা দেখা যায় না।

গতকাল বুধবার মেহেরপুর প্রতিদিনে সংবাদ প্রকাশ হয়েছে ‘মেহেরপুরে মুক্তিযোদ্ধা যাচাই বাছাইয়ে তালিকা বহির্ভূতদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার প্রতিবাদে মুক্তিযোদ্ধারা স্মারকলিপি প্রদান’ করেছেন জেলা প্রশাসকের কাছে। মেহেরপুর সদর উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা যাচাই বাছাইকে কেন্দ্র করে এঘটনা ঘটেছে।

স্মারকলিপিতে মুক্তিযোদ্ধারা অভিযোগ করে বলেছেন, জামুকা কর্তৃক প্রদত্ত অন-লাইনে আবেদনকারীদের তালিকাভুক্ত মেহেরপুর সদর উপজেলায় ৪৮৯ জনের যাচাই-বাছাই এর কাজ ইতোমধ্যে তথাকথিত বিতর্কিত কমিটির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। যদিও এখন পর্যন্ত চুড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হয়নি। জামুকা কর্তৃক প্রদত্ত জিডি নম্বরসহ তালিকা বহির্ভূত কয়েকজন ব্যক্তিকে এমনকি রাজাকারের সন্তানসহ তাদেরকে মুক্তিযোদ্ধা বানানোর জন্য জামুকা কর্তৃক ২০১৭ সালের বিধি-বিধান/নিয়মনীতি উপেক্ষা করে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। এমনকি সাক্ষাৎকারকারীগণ অরিজিনাল সনদ না দেখিয়ে নকল ফটোকপি প্রদর্শন করেছেন। আমরা এর নিন্দা জ্ঞাপন করছি এবং তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। সাথে সাথে জামুকা কর্তৃক প্রদত্ত জিডি নম্বর সহ তালিকা বহির্ভূত ব্যক্তিদের কে মুক্তিযোদ্ধা বানানোর অপচেষ্টা বন্ধ করার জোর দাবি জানাচ্ছি।

স্মারকলিপির প্রথমেই তারা মুক্তিযোদ্ধা যাচাই বাছাই কমিটিকে বিতর্কিত বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ কমিটি বাতিলের দাবিতেও ইতোপূর্বে সংবাদ সম্মেলন, মানববন্ধনও করেছেন মুক্তিযোদ্ধারা। মুক্তিযোদ্ধাদের দাবি অনুয়ায়ি জেলা প্রশাসন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। যা অত্যন্ত দু:খজনক। তখন ব্যবস্থা নেওয়া হলে হয়তো নতুন করে তালিকা বহির্ভূতদের সাক্ষাতের বিষয়ে স্মারকলিপি দিতে হতো না।

স্মারকলিপিতে তারা আরও দাবি করেছেন, রাজাকারের সন্তানও নাকি মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার জন্য যাচাই বাছাই কমিটির কাছে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। যে আবেদন তারা করেছেন তা জামুকার পরিপত্র অনুসারে নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে। নির্ধারিত সময়ের পরে নতুন করে আবেদন করার কী বিধান আছে তা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বলতে পারবেন? তবে বিষয়টি নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে তা বলার

অপেক্ষা রাখে না।

যে মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানের কারণে আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করছি, স্বাধীন দেশে বুকভরে নি:শ্বাস নিতে পারছি, আসুন তাদের কথাগুলো একটু বোঝার চেষ্টা করি। অমুক্তিযোদ্ধা, ভুয়া, রাজাকার, রাজাকারের সন্তান যারা আবেদন করেছেন মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার জন্য (মুক্তিযোদ্ধারা তাদের দাবিতে যেভাবে বলেছেন)। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের দাবি আমলে নিয়ে ওই সকল আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য জেলা প্রশাসনের কাছে উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।

পরিশেষে, বর্তমান সরকার জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মর্যাদা, ভাতা বৃদ্ধি, অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের ঘর নির্মাণ সহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা চালু করেছেন। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে জমি আছে ঘর নেই এমন অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রায় সাড়ে ১৩ লাখ টাকা বরাদ্দ দিয়ে বীর নিবাস নামের বাড়ি নির্মাণ করে দিচ্ছেন। যার কাজ চলমান রয়েছে।

যদি আজ ভুয়া, অমুক্তিযোদ্ধারা মুক্তিযোদ্ধা বনে যান, সরকারের এসকল সফল উদ্যোগ, ওই সকল লোভাতুর মানুষদেরকেই কেবল সুবিধা দেবে। বঞ্চিত হবে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা।

মেহেরপুরের ক্রীড়া সংস্থা কি জবাব দিবেন ?

৯ম বাংলাদেশ গেমসে মেহেরপুর জেলা নেই কেন? এ প্রশ্নের জবাব কে দিবেন? জেলা ক্রীড়া সংস্থা কি এ দায় এড়াতে পারবেন। প্রাণের মেহেরপুর, যে মেহেরপুর স্বাধীনতার তীর্থ স্থান। স্বাধীনতার ৫০ বছরে সূবর্ণজয়ন্তী পালন করছে জাতী।

সূবর্ণজয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর শুভক্ষণে ৯ম বাংলাদেশ